62

তারিখ ... 22 MAY 1997 ...
পৃষ্ঠা: ১১ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

জিয়ার অনুসারীরাও যোগ দিচ্ছেন

আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে জামায়াতী শিক্ষকরা পাল্টা সমিতি গঠন করতে যাচ্ছে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াত পন্থী শিক্ষকরা অবশেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে প্রকাশ্যে বিভক্তি সৃষ্টির উদ্যোগ নিয়েছেন। বর্তমান শিক্ষক সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁরা আজ ২২ মে নতুন সমিতি গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন। জামায়াতীদের দাবি, তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে প্রায় দেড় শ' শিক্ষক রয়েছেন। তবে অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাড়ে ছয় শ' শিক্ষকের মধ্যে ৪০ থেকে ৫০ জন এই উদ্যোগে সাড়া দেবেন। এদের মধ্যে রয়েছেন জামায়াতপন্থী এবং বিশ্ববিদ্যালয় শাখা জিয়া পরিষদের সভাপতিসহ বিএনপিপন্থী বলে পরিচয়দানকারী কয়েক জন শিক্ষক।

নতুন সমিতি গঠনের যে নেপথ্য কারণকে বিবেচনা করা হচ্ছে তা হলো গত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, ডীন নির্বাচনে জামায়াতীদের ব্যাপক ভরাডুবি। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাম ও বিএনপিপন্থীদের যৌথ প্যানেল নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। শিক্ষক সমিতির এক কর্মকর্তার মতে, সমিতির বিভিন্ন সভায় সংখ্যা স্বল্পতার দরুন জামায়াত পন্থীরা তাদের মনমতো সিদ্ধান্ত পাস করতে না পেরে নতুন 'সমিতি' গড়ার পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

ক্যাম্পাস সূত্র মতে, জামায়াতপন্থীদের এই উদ্যোগের পিছনে আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ জামায়াত ও ছাত্র শিবিরের "প্রশাসনিক প্রশ্রয়দাতা" প্রফেসর ইউসুফ আলীকে উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি দান। প্রশাসনিক সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ছাত্র শিবির তথা জামায়াত পন্থীরা দিশাহারা হয়ে পড়েছে। তাঁরা বর্তমানে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে ক্যাম্পাসে ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে রাখা। তবে এই ধর্মঘট উপেক্ষা করে প্রশাসনিক কার্যক্রম চলছে। গ্রীষ্মকালীন অবকাশ উপলক্ষে ক্লাসসমূহ আগামী ১০ জুন পর্যন্ত এমনিতেই ছুটি রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী নির্বাচিত সংগঠনে ফাটল ধরানোর নজির তাদের অতীতেও আছে। ১৯ বছর আগে তৎকালীন উপাচার্য ডঃ বারী বিরোধী আন্দোলনের সময় এই শিক্ষকরাই শিক্ষক সমিতিতে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে আলাদা শিক্ষক সমিতি গঠনের মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করেছিল। সে সময় একাজে মদদ দিয়েছিলেন তৎকালীন উপাচার্য ডঃ বারী এবং নেতৃত্ব দেন তৎকালীন প্রক্টর ও সদ্য অব্যাহতিপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর এম ইউসুফ আলী সহ আরও কয়েকজন শিক্ষক। সে সময় বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দ্বারা আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হয়ে ছাত্র শিক্ষকদের অনশন ও প্রচণ্ড আন্দোলনের মুখে তৎকালীন বিএনপি সরকারের মনোনীত উপাচার্য ডঃ বারীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সরে যেতে হয়। তাঁর বিরুদ্ধেও '৭১-এ পাক হানাদার বাহিনীকে মদদ দেয়ার অভিযোগ রয়েছে। এরশাদের সামরিক শাসন আমলে জামায়াতপন্থী আরবী বিভাগের অধ্যাপক মজিবর রহমানের স্বার্থে তারা '৮৫ সালে আবার একত্রিত হয়। পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে প্রগতিপন্থীরা অধিষ্ঠিত হন। এসময় জামায়াত শিবির দুর্বল থাকায় তারা জিয়া পরিষদ ও জাতীয়তাবাদের ছদ্মবেশে বিএনপির ঘাড়ে ভর করে সংগঠিত হতে থাকে। '৯৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫টি সিনেট রেজিস্টার্ড গ্যাজুয়েট পদের সব ক'টি দখল করে জামায়াতীরা। এই সিনেটরদের সমর্থনেই ভিসি প্যানেল নির্বাচনে প্রফেসর ইউসুফ আলী সর্বাধিক ভোট পান। কৌশলে ছাত্রদলের ১০ বছরের সুদৃঢ় অবস্থান দুর্বল করে ছয়মাসের মধ্যে ছাত্র শিবিরের একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে জিয়া পরিষদের মুখ্যে ঘাপটি মেরে থাকা জামায়াতপন্থীরা। পরে এটা আঁচ করতে পেরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। নির্বাচনে জয়লাভের পর তারা প্রফেসর ইউসুফ আলীর দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও ক্ষমতার অপব্যবহার এবং প্রশাসনকে ঢালাওভাবে জামায়াতকরণের অভিযোগে তার অব্যাহতির দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে তাদের আন্দোলনের ফলে অচলাবস্থার মুখে সরকার ইউসুফ আলীকে অব্যাহতি দিলে জামায়াতীরা দিশাহারা হয়ে পড়ে। সেসময় ক্যাম্পাসে ধর্মঘট করার বিরুদ্ধে জামাত শিবির ব্যাপক প্রচার চালালেও বর্তমানে তারাই ১ মাস ধরে লাগাতার ধর্মঘট করে আসছে। জামায়াতপন্থী শিক্ষকরা নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী' বলে। এরা আজকের নতুন "সমিতি" গঠনের হোতা।